গুগল গ্লাস

বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর বাস্তবিক চশমা

শাহিন রহমান

কেউ কেউ চশমা ব্যবহার করেন শুধু নিজের গৎবাঁধা সাজসজ্জার পরিবর্তন ঘটাতে, আবার কেউ চশমা ব্যবহার করেন অনেকটা বাধ্য হয়ে চোখের নানাবিধ সমস্যায়। আবার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর চলচ্চিত্রগুলোতে নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য অনেক সময় চশমা ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে কারণ যা-ই হোক, চশমার ব্যবহার আমাদের সাজসজ্জার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে বড় ধরনের পরিবর্তন। এসব কারণে হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন নানা ডিজাইনের এবং ব্র্যান্ডের চশমা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর চলচ্চিত্রগুলোর মতো চোখে চশমা দিয়েই ভিডিও দেখা কিংবা ভিডিও যোগাযোগ কিংবা প্রাত্যহিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ যদি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো চশমার মাধ্যমে করা যায়! হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতো মনে হলেও এমন চশমার বাস্তবতা দিয়েছে ইন্টারনেট জায়ান্ট গুগল। মানুষের উদ্দীপনার সিগনালকে কাজে লাগিয়ে এ ধরনের চশমা তৈরি নিয়ে নিজেদের গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছে গুগল। সম্প্রতি 'প্রজেক্ট গ্লাস' নামের এ গবেষণা সংশ্লিষ্ট ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট গুগল প্লাসে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রযুক্তিবিশ্বে গুগল মানেই চমকে দেয়া সব উদ্ভাবনা। এবার তাই বাস্তবতাকে চোখের সামনেই এনে হাজির করছে গুগল। আর তা করবে একটি হালকা অবয়বের ফ্যাশনেবল চশমা। এ চশমা পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে, যা দিয়ে ১৪ ধরনের তাৎক্ষণিক এবং প্রাত্যহিক সেবা পাওয়া যাবে। তবে আপাতত আবহাওয়া, পথের অবস্থান, ই-মেইল, ভয়েস কল, গুগল টক, ভিডিও কনফারেন্স এমনকি বিনোদনে গান ও ভিডিও চিত্রও দেখা সম্ভব। আর এ সেবাগুলোর সবই মিলবে চলতি পথেই।

কেমন হবে সাই-ফাই চশমা

গুগলের এই সাই-ফাই চশমার সাহায্যে ইশারা অথবা কথার মাধ্যমে যোগাযোগসহ নানা ধরনের অভাবনীয় সব কাজ করা সম্ভব হবে। ধরুন আপনি সকালে ঘুম ভাঙামাত্রই চশমা পরলেন, সাথে সাথে চশমার পর্দায় ঘুম থেকে ওঠার পর আপনার করণীয় বিষয়ের বিস্তারিত দেখাতে শুরু করবে। নতুন কোনো মেইল আসছে কি না চোখের পলকে চেক করে নিতে পারবেন। আকাশের দিকে তাকালে আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন কিংবা বাইরে বের হয়ে কোনো কিছুর ছবি তোলার ইচ্ছা হলে নিমিষেই তা তুলে সেভ করে কাউকে পাঠিয়ে বা শেয়ার করতে পারবেন। এ ছাড়া কারো সাথে ভিডিও কলের দরকার হলে অথবা যেকেউ চাইলে আপনার চলন্ত অবস্থায় ভিডিও কলের মাধ্যমে কথা বলতে পারবেন। আপনার চোখে সেই জায়গাটি দেখে নিতে পারবেন। মোদ্দাকথা ঠিক যেমনটা সাই-ফাই মুভিগুলোতে দেখানো হয় সেরকমই বাস্তবের চশমা। বলা যায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এ চশমা অনেকটাই 'টার্মিনেটর' ছবিতে দেখানো ডিসপ্লে অথবা গেমের হেড আপ ডিসপ্লের (এইচইউডি) মতো। চশমার মূল অবয়ব স্টাইলিশ সিলভার ফ্রেমের।

ইতোমধ্যে চোখের ইশারায় চশমার মাধ্যমে ভিডিও ধারণ ও ছবি তুলে গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সার্জে ব্রিন গুগল প্লাসের বিভিন্ন ছবি ইন্টারনেটে প্রকাশ করে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা দেন। সম্প্রতি সার্জে ব্রিন এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। জানা গেছে পরীক্ষামূলক এই চশমাটি ডান হাতে থাকা ট্র্যাকপ্যাডের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। 'দি গ্যাভিন নিউসন শো' নামে এক অনুষ্ঠানের উপস্থাপককে সার্জে ব্রিন যখন চশমায় তোলা ছবিগুলো দেখাচ্ছিলেন, তখন এই বিষয়টি উপস্থাপকের কাছে ধরা পড়ে।

অর্গমেন্টেড রিয়েলিটি প্রযুক্তি বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ধর্মীয় গ্লাসটি এক ধরনের ডিজিটাল চশমা, যা চশমাধারী তার চোখের সামনে ফুটে ওঠা অ্যাপ্লিকেশন কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে ছবি তোলা, ভিডিও করা, আবহাওয়ার তথ্য জানার মতো কাজগুলো করতে পারবেন। নতুন কোনো স্থানে গেলে গুগল ম্যাপস থেকে সরাসরি দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। যার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক পথপ্রদর্শনী বার্তা পাওয়া সম্ভব। মোটকথা এই চশমা কোনোভাবেই ব্যবহারকারীকে বিপথে নিয়ে যাবে না। আর এসবই হবে চশমার গ্লাসে। এটি ব্যবহারকারীর ভয়েস বা কথার মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলেও জানা গেছে। এতে রয়েছে মাইক্রোফোনসহ আংশিক স্বচ্ছ ভিডিও স্ক্রিন। স্ট্যাম্প-সাইজের এই ডিজিটাল ডিসপ্লে চশমার সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে এবং এটি বসানো হয়েছে একদিকের লেন্সের ওপরের কোনায়। ব্যবহারকারী তার ডান চোখ দিয়েই গুগলের সব সুবিধা কাজে লাগাতে পারবেন। অজানা কোনো গন্তব্যে যেতে এ চশমাতেই গুগল ম্যাপে দেখে নেয়া যাবে সঠিক রুট, তুলে নেয়া যাবে ছবি, তা শেয়ার করা যাবে বন্ধুদের সাথে, এমনকি করা যাবে ভিডিও কনফারেন্সও। তা ছাড়া এ চশমায় গান-বাজনাসহ অন্যান্য অডিও রেকর্ডিং শোনারও ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও এতে কোনো এয়ারফোন নেই। প্রযুক্তি বিশ্লেষকেরা ধারণা করছেন, স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটে গুগলের মতো অ্যান্ড্রয়িড অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার হবে। উল্লেখ্য, গুগলের এক্স ল্যাবে নতুন প্রযুক্তির রোবট ও স্পেস এলিভেটর তৈরির কাজ চলছে বলেও প্রযুক্তিবিশ্বে গুজব রয়েছে।

কবে নাগাদ বাজারে আসবে

এই প্রজেক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা না গেলেও গুগলের এক কর্মকর্তা জানান, এ বছরের শেষের দিকে গুগল এই চশমা বাজারজাত করার চিন্তা করছে। এ সংক্রান্ত আপডেট জানানোর জন্য সোশ্যাল নেটওয়ার্ক গুগল প্লাসে 'প্রজেক্ট গ্লাস' নামে একটি পেজও খোলা হয়েছে। তবে গুগল গ্লাসের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম যে খুব ভালোভাবে চালানো হয়েছে তা গুগলের কর্মকর্তাদের দেখলেই বোঝা যায়। ইতোমধ্যে গুগলের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন সার্জে ব্রিনের চোখে এই ধরনের গ্লাসের পরীক্ষামূলক পরীক্ষা করতে দেখা গেছে। তবে 'দি গ্যাভিন নিউসন শো' সার্জে ব্রিন গুগল জানান, এই চশমাগুলো এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে তিনি আশা করছেন, আগামী বছরের মধ্যেই ডিভাইসটি বাজারে ছাড়া সম্ভব হবে। সম্প্রতি গুগল অর্গমেন্টেড রিয়েলিটি গ্লাসটির প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে এবং গ্লাসের সফল পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে গুগল কর্তৃপক্ষ প্রজেক্ট গ্লাস নামে এই প্রকল্প সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে গুগলের গ্লাস উদ্ভাবনকারী গবেষণাভিত্তিক ল্যাবের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আমাদের একটি দল 'প্রজেক্ট গ্লাস' শুরু করে এমন একটি প্রযুক্তি তৈরির জন্য, যা ব্যবহারকারীকে মুহূর্তের মধ্যেই সারা বিশ্ব অনুসন্ধান করা ও তা অন্যকে জানানোর সুযোগ করে দেবে। এতে আরো বলা হয়, এ পর্যায়ে এ গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে; কারণ যাদের জন্য এই গ্লাস তৈরি হচ্ছে, তাদের আশা-প্রত্যাশা জানতে চাই। আর সেসব মতামতের ওপর ভিত্তি করেই এর আরো উন্নয়ন ঘটানো হবে। প্রকারভেদে এর দাম ২৫০ থেকে ৬০০ ডলারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে জানা গেছে।

ফিডব্যাক : rex_shaheen@yahoo.com